বিরুইন ধান পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জনপ্রিয় ধান বিরুইন

বিরুইন ধান কী?

সিলেট অঞ্চলে বিরুইন ধান বলতে আঠালো ও সুস্বাদু ধান বোঝায়। এ অঞ্চলে বিরুইন ধানের বিভিন্ন জাতের চাষ প্রধানত আমন মৌসুমে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বিরুইন ধানের ভাত দুধ, দই, মাছ ইত্যাদি দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষ প্রিয় খাবার হিসেবে খেয়ে আসছেন। অতিসম্প্রতি গোশত, ডিম ইত্যাদি দিয়েও এটি খেয়ে থাকেন। এটি ভাপে রান্না করা হয়।

চিত্র-১ : ভাপে বিরুইনের ভাত রান্না-প্রণালী

কেন বিরুইন ধান?

- সিলেট অঞ্চলের মানুষ ঈদ, পূজা-পর্বে বিরুইন ধানের ভাত খেয়ে থাকেন। সম্মানীয় মেহমানদের বিরুইন ভাত দিয়ে মেহমানদারি করা হয়। সিলেট অঞ্চলে জামাই-আদর বিরুইন ভাত ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিরুইন ধানের ভাত খেয়ে হাওরের কষ্টসাধ্য সারা দিনের কাজে যান।
- সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টি নির্ভরশীল রোপা আউশ ধান কেটে এই ধান চাষ করা যায়।
- অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে এই ধানের চাষ আমন মৌসুমে করা যায়। অন্যান্য স্থানীয় জাতের মতো সহজে চাষ করা যায়।
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং লাভজনক হয়।
- মোটা চালের চেয়ে বিরুইন ধানের চালের মূল্য অনেক বেশি। বিরুইন ধানের চালের মূল্য চিকন ও সুগন্ধি ধানের চালের মতো।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইজরি সোসাইটি (আস) পেট্রা-ইরি-এর কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় গবেষণা করে মোট ৯টি বিরুইন ধানের জাত নির্বাচন করেছে। যেমন আইক্কা বিরুইন, খাড়া বিরুইন, মৌ বিরুইন, মধু বিরুইন, কাল বিরুইন কাঁঠালী বিরুইন, লাল বিরুইন, পাক বিরুইন এবং পুশ বিরুইন।
- ৯টি বিরুইন জাতের হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.২৫ টন ফলন পাওয়া যায়। জীবনকাল ১৩০-১৩৫ দিন এবং গাছের উচ্চতা ১৩০-১৫০ সেন্টিমিটার হয়।
- ৯টি বিরুইন জাতে শতকরা ৮-৯.৫ ভাগ এমাইলোজ থাকে এবং চাউলের আকার মধ্যম মোটা। শুধুমাত্র মধু বিরুইনে হালকা সুগন্ধ থাকে। ধান থেকে শতকরা ৭০ ভাগ চাউল পাওয়া যায় এবং ভাত রান্না করতে ১৫-১৭ মিনিট সময় লাগে।

চিত্র-২ : পুষ বিরুইন

চিত্র-৩ : খাড়া বিরুইন

আস
এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইজরি সোসাইটি

আরো তথ্যের জন্য :
মোঃ হারুন-আর-রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইজরি সোসাইটি (আস)
বাসা ৮/৭, বক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭, ই-মেইল : aas@bdcom.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI

বিরুইন ধান পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জনপ্রিয় ধান বিরুইন

ফ্যাক্ট শিট : আমন ধানের জাত

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ বপন** : জুলাই-আগস্ট

২. **বীজের পরিমাণ** : ৪ কেজি/বিঘা

৩. **চারার বয়স** : ২০-৩০ দিন

৪. **চারা রোপণ** : আগস্ট-সেপ্টেম্বর

৫. **চারার সংখ্যা** : জাত ও রোপণ সময়ভেদে গোছাপ্রতি ৩-৫টি

৬. **রোপণ দূরত্ব** : সারি থেকে সারি ২০ সেন্টিমিটার এবং গোছা থেকে গোছা ১৫-২০ সেন্টিমিটার

৭. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৭.১ প্রয়োগের সময়	গোবর	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম
শেষ চাষে	৬০০	-	৯	৮	৫
প্রথম উপরি : রোপণের ৭-১০ দিন পর	-	৬	-	-	-
দ্বিতীয় উপরি : রোপণের ৩০-৪০ দিন পর	-	৬	-	-	-

৭.২ গাছের বাড়বাড়তি বেশি হলে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগের সময় ইউরিয়া সারের পরিমাণ কমিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. **আগাছা দমন** : রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৯. **সেচ** : রোপণের সময় এবং ফসলের জীবনকালের শেষ পর্যায়ে প্রয়োজনে সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

১০. **রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা** : আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে অনুমোদিত কীটনাশক ও বালাইনাশক ব্যবহার করুন।

১১. **ফসল কাটা** : নভেম্বরের মাঝামাঝি যখন শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকে।

আস
এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইজরি সোসাইটি

আরো তথ্যের জন্য :
মোঃ হারুন-আর-রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, এগ্রিকালচারাল অ্যাডভাইজরি সোসাইটি (আস)
বাসা ৮/৭, বক বি, লালমাটিয়া, ঢাকা ১২০৭, ই-মেইল : aas@bdcom.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI